'শেখ হাসিনার দিন বদলে,
সমাজসেবা এগিয়ে চলে,।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
চিকিৎসা ও প্রবেশন কর্মসূচি শাখা
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর,ঢাকা।
www.dss.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

নম্বর : ৪১.০১.০০০০.০৪৪.০১৬.০১০.২১. ২৬

তারিখ : ১৪ মার্চ, ২০২১

বিষয় : পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০২১ এর খসড়া প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজসেবা অধিদফতরের নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০৪৯.৩১.০১৬.২০২০.৫৩০ তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ যোগে 'The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) (Repeal) Ordinance, 1982 Ordinance No.V of 1982)' অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করার নিমিত্ত ওয়ার্কিং কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০২১ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত :

১৪/৩/২০২১

শেখ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক
ফোন:০২-৫৫০০৭০২৪
ইমেইল:dg@dss.gov.bd

সচিব
সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

O/C

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আগারগাঁও
সমাজসেবা অধিদফতর
১৬/৩/২০২১

পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০২১

যেহেতু বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইতেছে;

যেহেতু বাংলাদেশে পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার, সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিষয়ে কোন আইন বিদ্যমান নাই;

যেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করিয়াছে;

যেহেতু পরিত্যক্ত শিশুকে পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার বিষয়ে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার রহিয়াছে;

যেহেতু পরিত্যক্ত শিশুর অভিভাবকত্ব প্রদানের লক্ষ্যে একটি নুতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন প্রণয়ন করা হলো:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম এবং প্রবর্তন-

(১) দীর্ঘ শিরোনাম: এই আইন বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই আইন পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(৩) সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

(৪) সরকার ক্ষেত্রমত, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপযুক্ত মনে করিলে আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগকল্পে (Extra-territorial application) অধিক্ষেত্র পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) অধিদপ্তর অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(২) শিশু অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোনো পরিত্যক্ত শিশু;

(৩) মহাপরিচালক অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৪) অভিভাবক অর্থ ধারা ৯ এর উপধারা (২) এ বর্ণিত অভিভাবক;

(৫) ধারা অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;

(৬) সমাজকর্মী অর্থ শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা (২১) এ বর্ণিত কোনো সমাজকর্মী ;

(৭) বোর্ড অর্থ শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৭, ধারা ৮ ও ধারা ৯ এর অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমত, জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড;

(৮) বিকল্প পরিচর্যা অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা;

৩। আইনের প্রাধান্য- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। পরিত্যক্ত শিশু।- বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ৫ (পাঁচ) বৎসরের নিম্নে আপাততঃ বৈধ দাবীদারহীন অবস্থায় কোনো স্থানে প্রাপ্ত শিশু আইনের ধারা ৬ এর উপধারা (৮) অনুসারে ঘোষিত হইলে 'পরিত্যক্ত শিশু' হিসেবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুসরণীয় নীতি

০৫। অনুসরণীয় নীতি (Guiding Principle)-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ অনুসরণীয় নীতি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:

(ক) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা;

(খ) বৈষম্যহীনতা;

(গ) শিশুর জীবন ধারণ ও পূর্ণমাত্রায় বিকাশ;

(ঘ) শিশুর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে-পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে, বয়স ও পরিপক্কতা বিবেচনাক্রমে, শিশুর মতামত গ্রহণ ও গুরুত্ব প্রদান;

(ঙ) শিশুর সুষম বিকাশের জন্য পারিবারিক পরিবেশে লালন-পালন;

(চ) প্রত্যেক শিশুকে স্বতন্ত্র (individual) ও পূর্ণাঙ্গ (as a whole) হিসাবে বিবেচনা;

(ছ) শিশুর লালন-পালনে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ব্যবস্থাকে শেষ উপায় (last resort) ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা।

তৃতীয় অধ্যায়

শিশু প্রাপ্তি, বয়স নির্ধারণ, বিকল্প পরিচর্যা, ইত্যাদি

০৬। ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক শিশুর প্রাপ্তি ও প্রেরণ, ইত্যাদি।—(১) কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা এই আইনের অধীন প্রাপ্ত কোনো শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদসংক্রান্ত কোনো সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট শিশুকে বা উক্ত সংবাদ-

(ক) নিকটস্থ থানায়, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমানের কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর নিকট প্রেরণ করিবেন; অথবা

(খ) অধিদপ্তরের নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন; অথবা

(গ) শিশুর সহায়তায় ফোন '১০৯৮' নম্বরে অবহিত করিবেন।

(২) শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমানের কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী এই আইনের অধীন কোনো শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদসংক্রান্ত কোনো সংবাদ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুকে তাৎক্ষণিকভাবে, ক্ষেত্রমত, নিকটস্থ হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা বা, হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন।

(৩) হাসপাতালে কর্তব্যরত রেজিস্টার্ড চিকিৎসক তাহার বয়স নির্ধারণ করতঃ জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। (হেলথ কার্ড)

(৪) প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমানের কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী উক্তরূপ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ড'এর সদস্যসচিবকে অবহিত করিবেন। (Rapid Intake Form)

(৫) সংশ্লিষ্ট বোর্ড'এর সদস্যসচিব প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যের বহুল প্রচারের লক্ষ্যে শিশু প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমানের কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী উপধারা (৩) অনুসারে চিকিৎসাসেবা শেষে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল হইতে প্রাপ্ত ছাড়পত্রসহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শিশুর নিরাপদ আশ্রয়, আবাসন, ভরণ-পোষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সাময়িকভাবে নিকটবর্তী ছোটমণি নিবাস বা কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা কোনো নিরাপদ স্থানে (Safe Place) প্রেরণ করিবেন।

(৭) বোর্ড'এর সদস্যসচিব উপধারা (৬) অনুসারে প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতা বা বর্ধিত পরিবারের কোনো সদস্যের সন্ধান পাইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত শিশুকে তাহার মাতা-পিতা, বা বর্ধিত পরিবারের কোনো সদস্যের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক উপধারা (৭) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শিশুর নামকরণসহ তাহাকে 'পরিত্যক্ত শিশু' হিসেবে ঘোষণা করিবে।

(৯) উপধারা (৮) এর অধীন ঘোষিত শিশুকে ধারা ৮ অনুসারে বিকল্প পরিচর্যার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিকল্প পরিচর্যার উদ্যোগ হিসেবে সংশ্লিষ্ট শিশুকে কাহারো অভিভাবকত্বে হস্তান্তর না করা পযন্ত শিশুকে ছোটমণি নিবাস এবং এই আইনের অধীন কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে রাখিতে হইবে।

৭। জন্ম নিবন্ধন।– আইনের অধীন ঘোষিত পরিত্যক্ত শিশুর জন্ম নিবন্ধন না হইয়া থাকিলে উক্ত শিশুর জন্ম নিবন্ধন 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪' এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

০৮। বিকল্প পরিচর্যা।–(১) এই আইনের অধীন ঘোষিত **পরিত্যক্ত শিশুর** বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা, সামগ্রিক কল্যাণ ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিকল্প পরিচর্যার উদ্যোগ করিতে হইবে।

(২) বিকল্প পরিচর্যার উদ্যোগ হিসেবে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাজভিত্তিক একীকরণের (Community Based Integration) উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে অভিভাবকত্ব প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) উপধারা (২) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে হইবে।

০৯। **অভিভাবকত্বের জন্য আবেদন, যাচাই-বাছাই, ইত্যাদি।**–(১) এই আইনের অধীন কোনো শিশুর অভিভাবকত্ব গ্রহণে আগ্রহী নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা দম্পতি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষেত্রমত, পরিচালক বরাবরে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালক তদধীন কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিভাবক নির্ধারণ করতঃ কোনো শিশুকে হস্তান্তর করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ শিশুর মা বা অন্য কোনো আইনগত অভিভাবক শিশুর যত্ন ও হেফাজতের জন্য বিধিবদ্ধ অভিভাবকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিলে বিধিবদ্ধ অভিভাবক তাহার স্বীয় বিবেচনায় সাময়িকভাবে শিশুর মা বা আইনগত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করিবেন এবং অভিভাবকত্ব হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিবেন।

১০। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ।– বোর্ড, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমানের কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী ধারা ৯ অনুসারে অভিভাবকত্বের অধীন শিশুকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়মিত বিরতিতে পরিদর্শনসহ পরিবীক্ষণ করিবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিটি বরাবর প্রেরণ করিবে।

১১। অভিভাবকত্ব প্রত্যাহার।- বোর্ড, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমানের কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কাহারো অভিভাবকত্ব হইতে কোনো শিশুকে প্রত্যাহারের যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কোনো অভিভাবক স্বেচ্ছায় অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিতে চাহিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শিশুকে অভিভাবকত্ব হইতে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১২। স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ।– (১) অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের ফলে কোনো নারী সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বেচ্ছায় সন্তান পরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোনো নারী সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বেচ্ছায় সন্তান পরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চাহিলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়; প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমান কর্মকর্তা ও সমাজসেবা অধিদফতরের যেকোন কর্মকর্তার গোচরীভূত করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে অঙ্গীকারনামা দাখিল করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরাপদে সন্তান প্রসবের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন এবং গর্ভবতী মা ও সন্তানের জন্য নিরাপদ প্রসব ও সন্তান জন্ম পরবর্তী সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় গোপনিয়তা রক্ষা করিবেন। গোপনীয়তা রক্ষা না করা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) উপধারা (২) এর প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগের শিকার কোনো শিশুকে পুনরায় ফিরিয়া পাইতে চাহিলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অভিভাবকত্ব প্রদানের পূর্বেই বিধি মোতাবেক আবেদন করিতে হইবে।

(৫) উপধারা (৩) অনুযায়ী নিরাপদে সন্তান প্রসবের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করিবেন ।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিভাবকত্ব আদেশ, **শর্তাবলী, কমিটি, আপীল, ইত্যাদি**

১৩। অভিভাবকত্ব আদেশ প্রদানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।– (১) অভিভাবকত্ব আদেশ প্রদানের ক্ষমতা মহাপরিচালকের নিকট থাকিবে এবং তিনি পরিত্যক্ত শিশুর বিধিবদ্ধ অভিভাবক হইবেন।

(২) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের পরিচালক পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তাকে অভিভাবকত্ব আদেশ প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন মহাপরিচালক বা ক্ষেত্রমত, তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা জারিকৃত কোন আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ব্যতিত অন্য কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) প্রবেশন অফিসার অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা পরিত্যক্ত শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। আপীল, ইত্যাদি।–এই আইনের অধীন জারিকৃত আদেশের বিরুদ্ধে, আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পযন্ত অভিভাবকত্ব আদেশ বহাল থাকিবে।

১৫। অভিভাবকত্ব নির্ধারণ কমিটি ও উহার কার্যাবলি।–(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করিয়া অভিভাবকত্ব নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হইবে, যথা:

(ক) অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(গ) ডিআইজি রেঞ্জ কর্তৃক মনোনীত সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড'এর সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সিনিয়র সহকারি সচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন'র বিভাগীয় পরিচালক কর্তৃক মনোনীত উপপরিচালক পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(চ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উপপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ছ) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট'এর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার প্রতিনিধি;

(জ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড'এর সদস্যসচিব;

(ঝ) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক, যিনি ইহার সদস্যসচিবও হইবেন।

(২) অভিভাবকত্ব নির্ধারণ কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :-

(ক) অভিভাবকত্বের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করিবে;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিভাবকের সক্ষমতা নিরূপণ করিবে;

(গ) পরিত্যক্ত শিশুর অভিভাবক নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) অভিভাবকত্বের অধীন শিশুর প্রতিপালন নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণ করিবে;

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন, ফলোআপ ইত্যাদি ।-

(ক) পরিচর্যাকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের অভিভাবকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে উপধারা (২)-এর কার্যাবলী সম্পন্ন করে মহাপরিচালকের অনুমোদন পূর্বক সংশ্লিষ্ট শিশুকে অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(খ) অভিভাবকত্বে থাকা শিশুর ফলোআপ।- মহাপরিচালকের প্রতিনিধি হিসাবে প্রবেশন কর্মকর্তা, সমমান কর্মকর্তা এবং সমাজকর্মী নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিভাবকত্বে থাকা সকল শিশুর ফলোআপ নিশ্চিত করিবেন।

১৬। সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে করণীয়।– অভিভাবক বা তাহার পরিবারের সদস্য কর্তৃক অভিভাবকত্বের আওতাধীন কোনো শিশুর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণের অভিযোগ আনীত হইলে এবং তদপ্রেক্ষিতে তাহাকে স্থানান্তরের প্রয়োজন হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা সমাজসেবা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

১৭। শিশু সংক্রান্ত অপরাধসমূহের দণ্ড।– অভিভাবকত্বের অধীন শিশুর প্রতি কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের বিচার এতদসংক্রান্ত আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে।

১৮। ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলীর প্রযোজ্যতা।- এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিভাবক, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৯। অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।—অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হইবে, যথা:

(ক) শিশুর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিবার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) শিশুর সুষম বিকাশ নিশ্চিতকল্পে ধারা ২৭'এ বর্ণিত পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড প্রতিপালন করিতে হইবে;

(গ) শিশুর বয়স অনুপাতে শারীরিক বিকাশ (body mass index) নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করিবেন;

(ঙ) শিশুর ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে শিশুর নামে যৌক্তিক পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি দান করিবে অথবা নগদ অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখিতে হইবে;

(চ) শিশুর মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করিবেন;

(ছ) সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ নিশ্চিতকল্পে এক্সট্রাকারিকুলার একটিভিটিজ, যথা: খেলাধুলা, ছবি আঁকা, নাচ ও গান ইত্যাদিতে শিশুর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করিবেন;

(জ) প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে বাড়িতে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঝ) শিশুর বাসস্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিবর্তিত ঠিকানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(ঞ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

২০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।-এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমত, তত্ত্বাবধায়ক, প্রবেশন অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অফিসার (ইউসিডি) সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল), উপতত্ত্বাবধায়ক, বা সমমানের কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

২১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) কোনো পরিত্যক্ত শিশুর বিষয়ে অবহিত হইবার পর শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিকটস্থ ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন;

(খ) শিশুকে প্রাপ্তির সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইনটেক ফরম পূরণ করিবেন;

(গ) শিশুকে পাওয়ার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করিবেন;

(ঘ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) শিশুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিশুকল্যাণ বোর্ডকে অবহিত করিবেন;

(চ) শিশুর মাতা-পিতা বা বৈধ অভিভাবক সন্ধান করা এবং তাহাদের বিষয়ে তথ্য পাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও সমাজকর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করিবেন;

(ছ) শিশুর বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণের বিষয়ে ধারা ৭'এ উল্লিখিত বিধান অনুসরণপূর্বক সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণ করিবেন;

(জ) প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক নথি প্রস্তুত ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন;

(ঝ) শিশুর তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানের শর্তাবলী সঠিকভাবে পালিত হইতেছে কি না, তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(ঞ) শিশুকে অভিভাবকত্ব প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই প্রতিবেদন সরবরাহ করিবেন;

(ট) অভিভাবকত্ব মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশকৃত ব্যক্তি বা দম্পত্তির বিষয়ে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চূড়ান্ত যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(ঠ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিসোর্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবেন;

(ড) শিশুকে অভিভাবকত্ব প্রদানের পূর্বে প্রত্যাশি অভিভাবকগণের সহিত প্রাক হস্তান্তর (pre-placement meeting) সভা করিবেন;

(ঢ) সমাজকর্মী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ করিবেন;

(ণ) ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও উহার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করিবেন;

(ত) সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন

২২। সমাজকর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।-সমাজকর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) পরিত্যক্ত শিশু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন;

(খ) শিশুর আবাসস্থল নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন;

(গ) শিশুকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত শিশুর পরিবারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) অভিভাবকত্বে প্রদানকৃত শিশু নির্যাতনের শিকার হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উহার তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানায় অবহিত করিবেন;

(ঙ) প্রাপ্ত শিশুর মাতা-পিতা বা বৈধ অভিভাবক সন্ধান করিবেন;

(চ) অভিভাবকত্বে প্রদানকৃত শিশুর পরিবারকে সরকার কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ও বিদ্যমান সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করিবেন;

(ছ) শিশুর জন্মনিবন্ধকরণে সহায়তা প্রদান করিবেন;

(জ) শিশুর বিকাশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে অভিভাবকের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করিবেন;

(ঝ) অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকার নামায় উল্লিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, উহা পর্যবেক্ষণ করিবেন;

(ঞ) তথ্য ভান্ডার (Data base) প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করিবেন;

(ট) অভিভাবকত্ব গ্রহণের আবেদন পত্রসমূহের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করিবেন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিচর্যাকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

২৩। পরিচর্যাকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন- (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্যপূণকল্পে, পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার, সুরক্ষা ও পরিচর্যার লক্ষ্যে লিঙ্গ ভেদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচর্যাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ছোটমণি নিবাস' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ছোটমণি নিবাসসমূহ পরিচর্যাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া সরকার উহার যে কোন প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যক্ত শিশুদের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত গয়ন বা প্রয়োজনে পরিপত্র জারি করিবে।

২৪। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান- সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। বৈধ প্রত্যয়ন সনদ ব্যতীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দন্ড।—(১) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান বৈধ প্রত্যয়ন গ্রহণ ব্যতীত পরিচালনা করা বা বিধিতে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ৫ (পাঁচ) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিতকরণ।- ধারা ২৩ এবং ২৪ এর অধীন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রতিটির বিষয়ে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে তথ্যাদি মাসিকভিত্তিতে এবং অধিদপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে যে কোনো তথ্য প্রেরণ করিতে হইবে।

২৭। পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড।- এই আইনের অধীন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে অবস্থারত শিশুদের বিকাশ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকার, সময় সময়, পরিপত্র জারির মাধ্যমে পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে।

২৮। প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।- সরকার বা উহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এবং মহাপরিচালক বা উহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি যে কোনো ছোটমণি নিবাস বা সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং উহার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ করিতে পারিবে।

২৯। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর।—(১) অধিদপ্তর, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো পরিত্যক্ত শিশুকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন সনদ বাতিল হইলে মহাপরিচালকের আদেশক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত অনুসরণে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থারত শিশুদের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাইবে।

৩০। প্রত্যয়ন সনদ বাতিল।- প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এই আইন অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত বা পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

৩১। পলায়নকৃত শিশু।- (১) কোনো শিশু প্রতিষ্ঠান, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা অভিভাবকত্ব হইতে পলায়ন করিলে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত পলায়নের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার অধিদপ্তরের উপপরিচালককে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পলায়নের কারণে উক্ত শিশু কোনোরূপ অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) পলায়নকৃত কোনো শিশুর সন্ধান পাওয়া গেলে এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য ভান্ডার (Data base), ডিএনএ (DNA) প্রোফাইল

৩২। তথ্য সংরক্ষণ।—অধিদপ্তর এই আইনের অধীন প্রতিপালিত শিশু, অভিভাবকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, ক্ষেত্রমত, প্রতিষ্ঠান, বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরি ও সংরক্ষণ করিবে এবং তৈরিকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিভাবকত্বের অধীন শিশু, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে (Data base) সংরক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন প্রতিপালিত শিশুর তথ্যাদি তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণের পাশাপাশি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সফট ও হার্ড কপিতে রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৩। ডিএনএ (DNA) প্রোফাইল- ডিএনএ (DNA) প্রোফাইল।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিএনএ (DNA) প্রোফাইল ব্যবহার করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শিশুর তথ্যের গোপনীয়তা কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৩৪। প্রশিক্ষণ।—সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে বোর্ড'এর সদস্য, অধিদপ্তর বা বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দপ্তর অথবা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৬। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব।— সরকার, এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদবিষয়ে, প্রয়োজনে, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৩৭। গোপনীয়তা রক্ষা।—আইনের অধীন গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড গোপনীয় দলিল হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে শিশু সংক্রান্ত সকল তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৮। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৩৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।— এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কর্মের জন্য আইন বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না।

৪০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৪.০৬.২০২২
তাহেরা জেসমিন
সহকারি পরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

এম এম মাহমুদুল্লাহ
অতিরিক্ত পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।